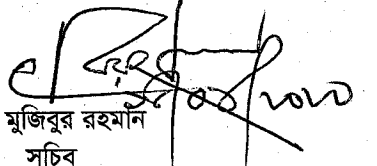


স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.২৬.০০১.১৯-২১

তারিখঃ- ১৫-০১-২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আয়োজিত গণশুনানী সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সভা কক্ষে (৪র্থ তলা ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা) গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আয়োজিত গণশুনানী সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে ওপর তাঁর দপ্তর হতে গৃহীত ব্যবস্থা অত্র দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

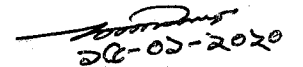

মোঃ মুজিবুর রহমান
সচিব
বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.২৬.০০১.১৯-২১

তারিখঃ- ২৫-০১-২০২০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/পশ্চিম রিজিয়ন/পূর্ব রিজিয়ন/পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী মনিটরিং/প্ল্যানিং/প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন/পধান, পানি ব্যবস্থাপনা/নিয়ন্ত্রক (অহিনি), বাপাউবো, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর), ও বোর্ডের জিআরএস সংক্রান্ত আপীল কর্মকর্তা, বাপাউবো, ঢাকা।
৪. প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক (সকল)..... বাপাউবো,.....
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পরিচালক (সকল)..... বাপাউবো.....
৬. সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮. নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-সচিব/উপ-পরিচালক (সকল).....


২৫-০১-২০২০
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (বোর্ড)
বাপাউবো, ঢাকা।

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে আয়োজিত গণশুনানী সভার কার্যবিবরণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি দমন কমিশনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বোর্ডের সভা কক্ষে (৪র্থ তলা ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা) ঢাকাস্থ বাপাউবো'র সকল দপ্তরের দপ্তর প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং অংশীজনের (Stakeholder) উপস্থিতিতে মোঃ মাহফুজুর রহমান, মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা এর সভাপতিত্বে এবং কাজী সাখাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয় এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা এর সঞ্চালনে এক গণশুনানী সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানীতে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা পরিশিষ্ট-১ সন্নিবেশিত করা হলো।

সভার প্রথমেই সভাপতি মহোদয় বোর্ডের সচিব মহোদয়কে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান। বোর্ডের সচিব ও জিআরএস ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মোঃ মুজিবুর রহমান সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগতম জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ‘সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নির্যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।’ সংবিধানের এ মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাপাউবো'র সেবার মান বৃদ্ধির জন্য বাপাউবো'র সকল স্তরে সেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে তাঁদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। যেহেতু অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) মূখ্য উদ্দেশ্য জনগণের নিকট সরকারি দপ্তরসমূহের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতিকরণের মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণ তাই তিনি নিয়মিত গণশুনানী সভা আয়োজনের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকার যেমন দুর্নীতির প্রশ্নে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করছে, তেমন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডেও সকল প্রকার দুর্নীতিকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) কাজী সাখাওয়াত হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে কি কি সেবা দেয়া হচ্ছে এবং এসকল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম বা সেবা প্রাপ্তিতে কোন ভোগান্তির শিকার হলে বোর্ডকে সেগুলো অবহিত করার ব্যাপারে অংশীজনদের (Stakeholder) সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেবাহ্রহীতাদের এরূপ সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বোর্ডের সেবার মান বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমন ও বোর্ডের সফলতাকে সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই বোর্ডের সেবা সংক্রান্ত যেকোন পদক্ষেপের ব্যাপারে অংশীজনদের (Stakeholder) সর্বোচ্চ সম্পৃক্তকরণের ব্যাপারে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি অংশীজনদের (Stakeholder) নিয়ে দিন ব্যাপী ট্রেনিং/ওয়ার্কসপ কর্মসূচী আয়োজনের ব্যাপারে সকলের সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন যে, বাপাউবো ওয়াপদা ভবনের নীচ তলায় অভিযোগ বক্স রয়েছে, বক্সে যে কোন নাগরিক অভিযোগ পত্র ফেলতে পারেন। এছাড়াও জিআরএস ওয়েবসাইট রয়েছে যার মাধ্যমে যে কোন নাগরিক দেশের যে কোন স্থান হতে অভিযোগ জানাতে পারেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে যতগুলো জোন রয়েছে, প্রত্যেক জোন ও জোনের অধীনস্থ দপ্তরসমূহে যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে, চিঠির মাধ্যমে সে সকল অভিযোগের তালিকা চাওয়ার জন্য তিনি বোর্ড সচিব মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ হাবিবুর রহমান তাঁর বক্তব্যে জানান, সিইআইপি প্রকল্পের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলীগণের দপ্তরসমূহে অভিযোগ বক্স রয়েছে। বোর্ডের কোন কাজের দ্বারা কোন ব্যক্তি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন বা ঠিকাদারের কাজের বিরুদ্ধে যদি কারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে সেগুলো অভিযোগ বক্সে লিখিত আকারে জমা দিতে পারে। তিনি আরও বলেন, কারো অভিযোগকেই ছোট করে না দেখে যথাযথ তদন্তপূর্বক বিধি মোতাবেক প্রতিকার প্রদান করতে পারলে বোর্ডের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়বে।

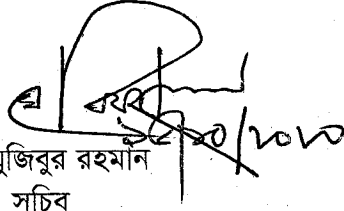
অতঃপর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) কাজী সাখাওয়াত হোসেন গণশুনানীতে উপস্থিত সকলকে বোর্ডের সেবার মান, দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তা গণশুনানী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। তদপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, সচিব, বাপাউবো সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের চাহিদা

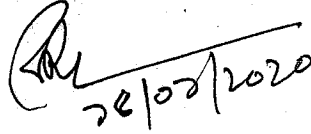
মোতাবেক মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের অনুকূলে বোর্ডের গাড়ি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু পূর্ত অডিট এই গাড়ি বরাদ্দের জন্য আপত্তি দিয়ে যায়। এই আপত্তি থাকার কারণে বোর্ডের সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের পেনশন কেইস নিষ্পত্তি পেভিঙ থাকে। অথচ উক্ত গাড়ি তাঁরা ব্যবহার করেননি। তিনি এ বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে সভার সভাপতি বলেন যে, বিষয়টির সম্পর্কে পরবর্তী করণীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ কামনা করে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে।

সভার সভাপতি সাম্প্রতিক সময়ে পেনশন সহজীকরণের নিমিত্ত বাপাউবো কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে পালন এবং সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অনভিপ্রেত ও বিধিবহির্ভূতভাবে কারো পেনশন যেন আটকে না থাকে সে বিষয়ে পরিচালক, কল্যাণ পরিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারীগণ বোর্ডের সেবা ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত সুপারিশ/সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁরা জানান যে, নিয়মিতভাবে এমন গণশুনানী আয়োজন করলে এবং সকলের গণতান্ত্রিক মতামতকে বিবেচনা করলে প্রতিষ্ঠানের অনেক দাপ্তরিক সমস্যার সমাধান হবে। ফলে, প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ মনোরম হবে।

পরিশেষে, বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও সভার সঞ্চালক জনাব কাজী সাখাওয়াত হোসেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্দেশ্যসমূহ এবং রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্ব স্ব কাজের প্রতি নীতিবান ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে গণশুনানী সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


মোঃ মুজিবুর রহমান
সচিব
বাপাউবো, ঢাকা।


কাজী সাখাওয়াত হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
বাপাউবো, ঢাকা।